দৈনিক বাংলা

062

তারিখ 09 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন যে, সরকার দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় আগামী ৯০ সালের মধ্যে শতকরা সত্তরভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার এবং তাদের পাঁচ বছর ধরে শিক্ষাদান অব্যাহত রাখার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

সন্দেহের অবকাশ নেই যে, দেশে শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান হার বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। একথা যদিও সত্য যে, সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের অর্থাৎ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের অর্থাৎ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এরজন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন তা সত্ত্বেও সেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্যদিকে দেশের অধিকাংশ শিশুর অভিভাবকই চরম দারিদ্র্যভারে পীড়িত। তাদের পক্ষে শিশুদের শিক্ষা না দিয়ে বরং কোন উপার্জনশীল কাজে লাগালে পরিবারের দারিদ্র্যমোচন কিছুটা সম্ভব হয়। এ কারণে অনেক অভিভাবক তাদের শিশুদের শিক্ষাদানে আগ্রহী নয়, এমনও দেখা গেছে যে উপার্জনের কাজে সহায়তার জন্য তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনছে। ফলে সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠছে না। তা সত্ত্বেও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবার কোন অবকাশ নেই। দেশের প্রতিটি শিশুকে অবশ্যই প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। তবে আমাদের সম্পদের অপ্রতুলতার পরিপ্রেক্ষিতে রাতারাতি এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এর জন্য নিতে হবে পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচী। বস্তুত এই পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচীর আওতায়ই শতকরা ৭০ ভাগ শিশুকে ১৯৯০ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তারা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়েছে। আমাদের মতে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদানের লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে বিরাট অগ্রগতি হবে।